যুগান্তর

তারিখ ... 0 5 MAR 201... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ বেশি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আবদুল হামিদ বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান হালচাল দেখে মনে হয় এখানে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের প্রাধান্য বেশি। কিছু ক্ষেত্রে অছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব দেয়, নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ছাত্র রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের, এমনকি সাধারণ শিক্ষার্থীদের আস্থা, সমর্থন ও সম্মান হ্রাস পাচ্ছে। এটি দেশ ও জাতির জন্য শুভ নয়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে ছাত্র রাজনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ডাকসু নির্বাচন না হলে নেতৃত্বে শূন্যতা তৈরি হবে

যেখানে ভর্তি হতে পারলাম না, সেখানে আমি চ্যান্সেলর

শনিবার দুপুরে সমাবর্তনে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক অমিত চাকমা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমেদ, প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিনসহ সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও শিক্ষকরা।

এবারের সমাবর্তনে ৯৪টি স্বর্ণপদকের জন্য ৮০ জন পদকপ্রাপ্ত, ৬১ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী, ৪৩ জন এমফিল ডিগ্রিধারী এবং ১৭ হাজার ৮৭৫ জন গ্র্যাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন। বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রার মাধ্যমে সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ বেশি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নৃত্য পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু এবং শেষ হয়।

চ্যান্সেলরের বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ডাকসু ইলেকশন (নির্বাচন) ইজ মাস্ট, তা না হলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বশূন্য হয়ে যাবে। আমাদের সময়ের ছাত্র রাজনীতি আর আজকের ছাত্র রাজনীতির মধ্যে তফাৎ অনেক বেশি। ষাটের দশকে আমরা যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশ-জাতির কল্যাণ। দেশের মানুষকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের কোনো স্থান ছিল না। ছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, নেতৃত্ব দিত। লেজুড়বৃত্তি বা পরনির্ভরতার কোনো জায়গা ছিল না। সাধারণ মানুষ ছাত্রদের সম্মানের চোখে দেখত।'

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা সমাজ এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মেধা, প্রজ্ঞা ও কর্ম দিয়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ভূমিকা রাখবে। সব সময় নৈতিক মূল্যবোধ, বিবেক ও দেশপ্রেম জাগ্রত রাখবে। কখনও অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করবে না। তোমাদের সঠিক নেতৃত্বে দেশ হবে সমৃদ্ধ ও উন্নত। জাতি তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কর্ম উপলক্ষে তোমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক না কেন এ দেশ ও জনগণের কথা ভুলবে না। তোমরা বড় হও সফল হও।

রাষ্ট্রপতির রসবোধ : অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। লিখিত বক্তব্য প্রদানের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমি লিখিত বক্তব্যের বাইরে কিছু বলতে চাই।' একথা শুনেই সমাবর্তনস্থলজুড়ে হর্ষধ্বনি শুরু হয়। এ সময় রাষ্ট্রপতি নিজ জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, 'নিজের কাছেই অবাক লাগে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। আমি ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশন। আইএ পাস করছি এক সাবজেক্ট... লজিকে রেফার্ড।'

তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আসলাম ভর্তি হওয়ার জন্য... তখন ভর্তি তো দূরের কথা, ভর্তির ফরমটাও আমাকে দেয় নাই। বন্ধু-বান্ধব অনেকে ভর্তি হইলো, ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তখন আমি যুক্ত। ভর্তি যখন হইতে পারলাম না, তখন দয়ালগুরুর কৃপায় আমার এলাকার গুরুদয়াল কলেজে (কিশোরগঞ্জ) ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেলাম।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করতাম। প্রায়ই ঢাকা আসতে হতো। বিভিন্ন হলে থাকতাম। এমন কোনো হল নাই তখনকার সময়ে যেখানে ঢুকি নাই। অবশ্য রোকেয়া (ছাত্রী হল) হলে ঢুকি নাই। তবে রোকেয়া হলের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম।' রাষ্ট্রপতির কথা শুনে সমাবর্তনস্থলজুড়ে হাসির রোল পড়ে যায়।

পরে তিনি বলেন, 'বন্ধু-বান্ধব যারা পড়ত তারা কনভোকেশন ক্যাপ-গাউন পরত। আমাদের কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। তবে সমাবর্তনে আমাদের ডাকা হতো না। যারা অনার্স-মাস্টার্সে ছিল তাদের ডাকা হতো। কনভোকেশনে ক্যাপ-গাউন পরার খায়েস ছিল। কিন্তু আল্লাহর কি লীলাখেলা বুঝলাম না, যেই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে পারলাম না, সেইখানে আমি চ্যান্সেলর হইয়া আসছি।'

বক্তব্যের শুরুতেই স্বভাবসুলভ রসবোধের সূচনা করেন রাষ্ট্রপতি। লিখিত বক্তব্য শুরুর আগে তিনি বলেন, 'যাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছি তাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। বক্তা যখন বক্তব্য দেয় তখন অডিয়েন্সের চেহারা দেখে বোঝা যায় তারা বক্তব্য গ্রহণ করছে নাকি রিজেক্ট করছে। এখানে আমি কিছুই দেখি না। এত বেশি ফ্লাড লাইট এখানে (স্টেজে) দেয়া হয়েছে... বেশি বেশি লাগে। এটা আলো আর আঁধারের একটা খেলা।'

পরে তিনি আরও বলেন, 'নিজের কথা কি বলব, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াই বিয়া একখান কইরা ফালাইছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র সংগঠনের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির বয়স ৪৫-৫০ বছর। এই যদি বয়স হয়...। ২৫-২৬ বছর বিয়ার বয়স ধরা হয়। ২৫ বছরে কেউ যদি বিয়া করে, তা হলে ৫০ বছর বয়সে তার এক সন্তানেরই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কথা। বাপ-পুত মিল্লাই ইউনিভার্সিটিতে থাকার কথা। বাপ নেতা আর ছেলে ছাত্র। এটা হইতে পারে না।' এ সময় তিনি রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকের বেশি বয়সে বিয়ে করা নিয়েও হাস্যরস করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ আবার লিখিত বক্তব্যে চলে যান।

সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক অমিত চাকমা বলেন, জ্ঞান একটি মোমবাতির আলোর মতোই। মোমবাতি যেভাবে চারদিকে আলো ছড়িয়ে দেয়, জ্ঞানও ঠিক তেমনি ভাবে চারদিকে আলো ছড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও সর্বত্র জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, সফলতার জন্য তিনটি বিষয় জরুরি। যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা ও 'ক্যারেক্টার'। যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠার পাশাপাশি 'ক্যারেক্টার' সাফল্য অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বেশি কাজ করে। তাই এ বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মেধাবীদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করা। সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক অমিত আরও বলেন, ভাল এবং মন্দের বিবেচনা সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়ে করতে হবে। বিকশিত 'ক্যারেক্টার'-এর অধিকারী হতে হবে। চলার পথে অনেক অন্যায়ের সম্মুখীন হবেন— সেগুলো মোকাবেলা করতে হবে। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। যদি কেউ এগিয়ে না আসে, নিজেই রুখে দাঁড়াবেন সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শুধু সার্টিফিকেট অর্জন বা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। এজন্য ভাল মানুষ হতে হবে। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দিতে বিশ্ব ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ছাত্রছাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের গ্র্যাজুয়েট হিসেবে প্রস্তুত হতে হবে।